প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পটচিত্র

পূর্বালী দে[১], উশ্রী মুখোপাধ্যায়[২] এবং মৌপিয়া রায়[৩]

ইতিহাস বিভাগ

বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া – ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

[১]purbalide98@gmail.com [২]ushri.mukhopadhyay@gmail.com [৩]moupiaroy2012@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কেবলমাত্র একটি গ্রামীণ লোকশিল্প হিসাবেই নয়, সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে পটচিত্রের আবেদন কোন গণমাধ্যমের থেকে কম নয়। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য ছাড়িয়েও পটচিত্রকর বা পটুয়ারা তাদের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঘটনাবলীকে। সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে রূপকের, যা একেবারেই চিত্রকরের কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত হলেও বাস্তবে এর আবেদন দর্শকদেরও ছুঁয়ে যায়। তাই চৌকো পট একদিকে যেমন বলে পুরাণ, মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্যের কথা, জড়ানো বা গোটানো পট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শোনায় সমসাময়িক কাহিনি। কেবলমাত্র পণপ্রথা, বধূহত্যা বা ধর্ষণের মত সামাজিক অপরাধগুলিই নয়, এই চিত্রকরদের তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সুনামি, ঘুর্ণিঝড় এমনকি সাম্প্রতিক করোনাভাইরাসের বিপর্যয়ের কথাও। চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি গানের মাধ্যমে এইসব বিপর্যয় সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে চলেছেন এই চিত্রকররা। ফলে পটচিত্র কেবলই একটি লোকশিল্প হিসাবে রয়ে যায়নি, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা প্রদর্শনের মাধ্যমেও পরিণত হয়েছে।

মূল শব্দ : পটুয়া, চৌকোপট, জড়ানো পট, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পিংলা, স্বর্ণ চিত্রকর, করোনা, পটের গান, যমপট।

আধুনিককালে লোকসংস্কৃতি বলতে যে বিষয়সমূহকে নির্দেশ করা হয় তা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিহ্নিত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে উইলিয়াম জন থমাস প্রথম লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় 'Folklore' শব্দটি ব্যবহার করেন। বাংলার ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে 'Folklore' এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দকে সব থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'Folk' শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ বা জনসমষ্টি এবং 'Lore' শব্দের অর্থ জ্ঞান।[১] তবে এটা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, 'Folk' শব্দটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা একটি ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী, যারা নৃ-জনজাতিগত, ভাষাগত, পেশা ও জীবন-জীবিকাগত একটি সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত। একইরূপ চেতনার অধিকারী, একইরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্থ এবং একই ঐতিহ্য বন্ধনে আবদ্ধ সংহত জনসমাজই 'Folk' বা লোক। আর 'Lore' শব্দটি প্রাচীন ইংরেজি 'Lar'

শব্দজাত। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শিক্ষা নীতি বা জ্ঞান। একই অর্থে 'Folklore' বলতে 'Wisdom of the Folk' বা 'Learning of the people' অর্থাৎ 'লোকজ্ঞান' বোঝায়।[২]

বাংলার লোকশিল্পের প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটেছে – পটচিত্রে, পুথির পাটা, দশাবতার তাস, চলচ্চিত্র, দেওয়াল চিত্র, আলপনা, কাঁথা, পুতুল, প্রতিমা, মাদুরপাটি, সন্দেশ-আমসত্বের ছাঁচ, হাড়ি-কড়া-কুলো-পিঁড়ি চিত্রে, কাঠ খোদাই, মৃৎশিল্প, লোহা-পেতল ধাতু শিল্প, বয়ন শিল্প, শোলার কাজ, খড়ের ঘরের বাস্তুশিল্প, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতির বিচিত্র রূপ ও রীতিতে। এই সমগ্র লোকসংস্কৃতির মধ্যে আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল পট বা পটচিত্র।[৩]

সংস্কৃত ভাষায় পট্ট বা পট বলতে মূলত কাপড়কে বোঝায়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লেখার বহুল প্রচলন ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লেখা হত, পট বলতে ঐ বিশেষ কাপড়কেই বোঝাত। কালক্রমে পটের অর্থ আরও পরিব্যাপ্ত হয়। শুধুমাত্র কাপড়কেই যে পট বলা হবে তা নয় বরং এখন কাগজের উপর পটশিল্পকলাই অধিক জনপ্রিয়। যাইহোক, এইজন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলতে চিত্রকর সমাজকে বোঝাত। সাধুভাষায় 'পটুয়া' আধুনিক প্রাদেশিক রূপভেদে 'পউট্যা', 'পউটা', 'পেটো' প্রভৃতি নামে উচ্চারিত হয়। পটুয়ারাও নিজেদেরকে চিত্রকর জাতি বলেই মনে করেন। বাংলাদেশে 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও আচার্য-ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকার সমাজও চিত্র লিখে থাকে। কিন্তু এঁরা জাতিতে চিত্রকর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়। যেহেতু পট চিত্রে একটা সমগ্র গল্পের প্রতিফলন ঘটে তাই বিভিন্ন তথ্যসূত্রে চিত্রকে অঙ্কনের পরিবর্তে 'লেখা হয়' এই রূপেই বর্ণিত হয়েছে।[৪]

পটুয়ারা পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় নানা নামে পরিচিত। উত্তর পশ্চিম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় পটিদার, পইটকা, পট্টীকার, বীরভূম ও মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে চিত্রকর, পটকার, পটেরী, পেটো ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পটুয়া নামেরই চল বেশি। এছাড়াও মহারাষ্ট্রে ও রাজস্থানে চিত্রকথী, চাতেরা ইত্যাদি নামেও পটুয়ারা পরিচিত। স্বভাবতই সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পটের নিদর্শন পাওয়া যায়।[৫] এমনকি ভারতের বাইরে চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বত, মিশর প্রভৃতি স্থানে পটের প্রচলন আছে বলে জানা যায়। তবে, তা হয়ত 'পটশিল্প' নামে প্রচলিত নয়। স্থানভেদে নামেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে বাংলার পটচিত্র ছিল অন্যান্য সব স্থানের থেকে ব্যাপক ও সমৃদ্ধশালী।

মূলত পটগুলিকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় – ক) একচিত্র – সম্বলিত ছোট ছোট 'চৌকো পট' খ) পর পর অঙ্কিত বহু চিত্র সম্বলিত 'দীঘল পট' বা 'জড়ানো পট'।[৬] এই বহু চিত্রে দীর্ঘপটগুলো অবলম্বন করেই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করেন এবং সুর সহযোগে তা আবৃত্তি করেন। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ ৮-১০ হাত থেকে ২০-২৫ হাত দীর্ঘপট প্রস্তুত করে তার উপর আর একটি কাহিনির বিবৃতি সূচক অনেকগুলো চিত্র অঙ্কন করে এবং বাংলার নানা জেলায় ঘুরে ঘুরে ছবি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাহিনিগুলি সুর সহযোগে আবৃত্তি করে থাকে।[৭] প্রত্যেক দীর্ঘপটের দুই প্রান্তে দুটি বাঁশের দণ্ড লাগানো হয়; শেষ প্রান্তের দণ্ড থেকে জড়ানো আরম্ভ করে সমগ্র পটটিকে গুটিয়ে রাখা হয়।

ভারতের প্রথম জাত পটুয়ার নাম গোসাল। গোশালায় তাঁর জন্ম, আনুমানিক ৪৮৪ খ্রীঃ পূঃ। তাঁর পিতাও ছিলেন পটুয়া – নাম মঙ্খলী, মাতার নাম ভদ্দা। প্রাচীন রীতি অনুসারে তাকে ডাকা হত মঙ্খলীপুত্র গোসাল বলে। মঙ্খ বলতে বোঝায় সেকালের

ভ্রাম্যমান চারণ কবি, যারা চরণচিত্র বা চলমান ছবির পশরা নিয়ে" গ্রামে গঞ্জে ধর্মকথা শোনাতেন বা লোকশিক্ষার দৃশ্যপাঠ দিতেন।"[৮] গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'পটুয়া' কবিতায় এই বিষয়ে লিখেছেন –

"গানের সুরে পুরান শ্রুতি
ইতিহাসের বানী;
দেশের নরনারীর ঘরে
এরাই দিত আনি।"[৯]

পটচিত্রের শুরু যেমন একেবারেই প্রাচীনকালে ছিল সেই সময় থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজেও পটচিত্র একইভাবে প্রাসঙ্গিক। আসলে পটচিত্র কখনোই গতানুগতিক নয় বরং অত্যন্ত চলমান। কারণ সময়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে নিত্য প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করে সমসাময়িক সমাজকে প্রতিবিম্বিত করে। একইভাবে নিভৃত পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতা শহরের কালীঘাটের পটে প্রতিবিম্বিত হয় সমকালীন সমাজদর্শন।[১০] বিবর্তনের ধারায় এইভাবে প্রাথমিক স্তর থেকে লোক বা লৌকিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে লোকশিল্প। আমরা মূলত দশটি ভাগে ভাগ করতে পারি এই পটচিত্রের বিষয়বস্তুকে।

এই দশটি ভাগের মধ্যে আছে-

১। যাদুপট – চক্ষুদান পটযমনাঈ পট ও যমুনা পট প্রভৃতি। ,

২। ধর্মগুরু বা ধর্ম প্রচারকের কাহিনিমূলক পট – এখানে গাজীখ্রীষ্টপট প্রভৃতি স্থান পায়। ,সত্যপীর ,

৩। পৌরাণিক কাহিনিমূলক পট – এখানে রামায়ণকৃষ্ণলীলা প্রভ ,রামলীলা ,মহাভারত ,ৃতি স্থান পায়।

৪। ঐতিহাসিক কাহিনিমূলক পট – বিভিন্ন যুদ্ধবিদ্রোহ কিম্বা সকল ঐতিহাসিক বিষয় এই পটের অন্তর্গত। ,

৫। সমকালীন ঘটনামূলক পট – নিম্নে সবিস্তারে আলোচিত।

৬। জীবনী বিষয়ক পট – নেতাজিক্ষুদিরাম প্রমুখ ,মাতঙ্গিনী ,রামমোহন ,বিদ্যাসাগর ,নেহেরু ,গান্ধীজী ,দের জীবনী এই শ্রেণির পট।

৭। রাজনৈতিক প্রচার মূলক পট – সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই শ্রেণির পটে তুলে ধরা হত।

৮। সমাজ সচেতন মূলক পট – নারী নির্যাতনসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই শ্রেণির পট। ,ডাকাতি ,চুরি ,পণপ্রথা ,কুসংস্কার ,

৯। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মূলক পট – পরিবেশ দূষণ, নারী শিক্ষা, স্বাক্ষরতা, পোলিও, এইডস প্রভৃতি এই শ্রেণির পটে স্থান করে নেয়।

১০। বৈদেশিক প্রভাব ও নাগরিকতা মূলক পট – কালীঘাটের পট এই শ্রেণির পট।[১১]

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, পট কেবল একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিত্রিত হয় নি। বরং তাঁদের চিত্রে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার চিহ্ন স্পষ্ট। সামাজিক হোক বা প্রাকৃতিক সমকালীন সমস্ত ঘটনাই পটচিত্রে ফুটে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানের সব ঘটনাই। যেমন, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যে কোন রকম তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজীব গান্ধীর হত্যা, সরকার পরিবর্তন, যে কোন বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, দুর্ভিক্ষ, আয়লা ফনি কিম্বা বর্তমানের আম্ফানের মত সুপার সাইক্লোন ও করোনার মত মারণরোগ সবকিছুই পটচিত্রে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন বিপর্যয়ের ঘটনা বারে বারেই ফিরে এসেছে পটচিত্রে। সেগুলি কীভাবে ফুটে উঠেছে তারই পর্যালোচনা এই প্রবন্ধে আমরা করার চেষ্টা করব।

লোকচিত্রকলার এক বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে ওঠে এই পটচিত্র। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন – "চরণচিত্র বা লেখচিত্রই পরবর্তীতে পটচিত্র হিসেবে পরিচিত হয়।"[১২] ধ্রুব দাস লিখেছেন, "মিশরে প্রথম প্রাচীনতম পট পাওয়া যায়।"[১৩] আবার ইজরায়েলের এক পার্বত্য গুহায় ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনি সংবলিত পট সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়। উপরোক্ত আলোচনাতে আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতার পর থেকে সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় নির্ভর নানা পটচিত্র ফুটে উঠেছে।

বন্যার পট, ভূমিকম্পের গান প্রভৃতি এই সাম্প্রতিক পটগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপণনমুখী এবং পৃষ্ঠপোষকতা পুষ্ট। ঋতু বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে পটচিত্রে। যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার নয়াগ্রামের পটুয়ারা বর্তমানে বর্ষাচিত্র ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত। প্রধান পটুয়া গুরুপদ চিত্রকরের মতে, "আমরা সবসময় কম বেশি পটে আঁকি। বর্ষার সময় বন্যা, মাছ চাষ স্থান পায়।"[১৪]

আনোয়ার চিত্রকর-এর মতো এ যুগের শিল্পীদের মধ্যে শিল্পীদের কাজে যে কেবল প্রানোচ্ছ্বলতা রয়েছে তা নয়, তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ ও কৌতুকময়তাও রয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত বিপর্যয় বা মহামারীর শিকার হচ্ছে মানব সমাজ, সেই সমস্ত বিপর্যয়কেন্দ্রিক চিত্র পটচিত্রে তারা ফুটিয়ে তুলেছে। বর্তমানে করোনা ও লকডাউনের জীবনচিত্রও তাদের সমসাময়িক পটচিত্রে ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ সময়ের সাথে শিল্পের ভাবধারার এক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পটুয়ারা সমাজের সমাজতত্ত্বগত পরিচয়, প্রথাগত অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক, অতীতের অজানা কাহিনি, ইত্যাদি প্রতিফলিত করে পটচিত্রে। তাঁর সাথে ধর্মীয় ঐতিহ্য অর্থাৎ তারা হিন্দু বা মুসলিম কিনা এই দিকটা অনুধাবন করা গেলেও এঁদের চিত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব সমন্বয়বাদেরই। জীবন ধারণা বাস্তবতার কথা উঠলেই উল্লেখ করা যায়, যমপটের কথা। তাই যমপটে যমরাজের ছবি, যমালয়ে শাস্তিবিধানের চিত্র তথা এই জীবন মৃত্যুর উপর ভিত্তি করে মানুষের সর্বসুখ বা নরকযন্ত্রণা দেখানো হয়। পটশিল্পগুলির মধ্যে পটুয়ারা সমাজ সচেতনতার বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে। তারা সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির সাথে পুরানের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আনোয়ার চিত্রকর পিংলার পটশিল্পী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পটচর্চা করছেন। তাঁর পটে সাম্প্রতিক যে বিষয়গুলো শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল সাম্প্রতিক অতিমারির ব্যাপকতা, দৈহিক দূরত্ব, শ্রমিকদের স্থানান্তকরণ, গৃহবন্দী অবস্থা ইত্যাদি। বলা যেতে পারে, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই এই পট শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে শিল্পীদের ভাবনায়।

তবে স্বাধীনতার আগে অর্থাৎ ১৯২০-১৯৩০ সাল নাগাদ গ্রামবাংলার পট শিল্প কালীঘাটে এসে পড়ে। কালীঘাটের পটে নাগরিক চরিত্র, বাবু কালচার বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরে দুলাল',

কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র চিত্ররূপের কালীঘাটের পটুয়ার চাক্ষুষ নিদর্শন রেখে গেছেন। পটচিত্রের চিত্রগুলি বেশিরভাগই সনাতন লোকগাথাকে কেন্দ্র করে। মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল প্রভৃতি কাহিনি অবলম্বনে পটচিত্র আঁকা হয়। যেমন মনসামঙ্গলে, লখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় প্রবল ঝড়ের মুখে পড়া, তাঁর সপ্তডিঙার (বাণিজ্যে ব্যবহৃত বৃহৎ ডিঙা) ওলট পালট হয়ে যাওয়া, ঈশ্বরের আশীর্বাদে চাঁদ সদাগরের প্রাণ রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি চিত্র পটচিত্রে ফুটে উঠেছে। বর্তমানে আড়েনাটাই বা চৌকোস পটে ফুটে ওঠে। হিন্দু কাহিনির পাশাপাশি গাজীর পট বা মানিক পীরের পটে ইসলামী প্রভাব দেখা যায়। পৌরাণিক আখ্যানের সাথে ইসলামিক আখ্যান মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন বনদুর্গা হয়ে ওঠে বনবিবি, শীতলা লাভ করে ওলাবিবির রূপ, দক্ষিণ রায়ের স্থলে অভিষিক্ত হয় গাজী ও কালু পীর।

তবে পটুয়াদের সংস্কারমুক্ত মনে নানা ধর্মের সমন্বয় সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা বার বার দেখা গেছে। একটি পঞ্চকল্যাণী পটের গানে বলা হয় –

"বাম হাতে খড়্গ খণ্ড গলে মুক্তমালা
হৃদনয়নে চেয়ে দেখ মা, তোর পদতলে ভোলা
এই ভোলা পতি নয় মা, আরো ভোলা আছে
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে ভোলা
মায়ের রাঙ্গা চরণ পাবার আশে।"[১৫]

সমকালীন চিত্রকরদেরর মধ্যে দুখুশ্যাম চিত্রকর অন্যতম। তাঁর পট চিত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল আধুনিক কালের নানা শিল্পের পট - প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সাম্প্রতিক নানা বিষয়, সুনামি, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে পটচিত্র ও পটের গান বেশ বিখ্যাত।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতার ক্ষেত্রে একটি জোরালো মাধ্যম হিসেবে পটচিত্র ও পটের গানের ব্যবহার হতে পারে, এই বিষয়টি বিভিন্ন আধিকারিক গোষ্ঠীর বিশেষত Craft Council of West Bengal (CCWB) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আশির দশক থেকেই।[১৬] কারণ পটচিত্রের বিষয়বস্তুর মতোই চিত্রকরদের কাহিনিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ধর্মে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এঁরা একদিকে যেমন হিন্দুপুরান ও মহাকাব্যের কাহিনিকে নিয়মিত পটচিত্রে ব্যবহার করেছেন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কেও তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর জন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের অত্যাচারও তাঁদের কম সহ্য করতে হয় নি। ১৫/৩/২০২০ তারিখে পিংলার নয়াগ্রামের বিখ্যাত পটুয়া স্বর্ণ চিত্রকর এবং তার স্বামী শম্ভু চিত্রকরের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বহুদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত কবরস্থানে মৃতদেহ সৎকারের অধিকার থেকে পটুয়ারা ছিলেন ব্রাত্য। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেরাই জমি কিনে নিজেদের জন্য কবরস্থান তৈরি করেন। সুতরাং ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে এঁদের চিন্তাধারা ছিল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। যারফলে পটচিত্রের বিষয়বস্তু চয়ন, উপস্থাপনা এবং সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনে সেভাবে কোন ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের প্রভাব পটুয়াদের মধ্যে দেখা যায় না।

স্বর্ণ চিত্রকরের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেকটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে পটুয়াদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, কেবলমাত্র বিষয়বস্তু নয়, আবার সরঞ্জামও আহরণ করা হয় প্রকৃতি থেকে। এই কারণেই তাঁদের পটচিত্রের রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে লটকন ফল (লাল) অপরাজিতা ফুল (নীল), চালগুঁড়ো (সাদা), পোড়া চাল গুঁড়ো (কালো), হলুদ ও গাছের পাতার মত প্রাকৃতিক উপাদান। এমনকি, পটচিত্র অঙ্কনের মাধ্যম হিসাবেও হস্ত নির্মিত কাগজ অথবা কাপড়ের ব্যবহারই অধিকমাত্রায় প্রচলিত হয়েছে।

পটচিত্রে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক রং (লটকন ফলের বীজ)

পটচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিবিভাগও স্বর্ণচিত্রকরের কথা থেকে উঠে আসে। চৌকো পটগুলির মধ্যে অধিকাংশ ছিল বিভিন্ন পুরাণ, মঙ্গলকাব্য বা পীর কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। গোটানো পট বা Scroll Painting সবসময়ই কোনো না কোনো ব্যাখ্যামূলক কাহিনিকে ব্যক্ত করে। সুতরাং পৌরাণিকের পাশাপাশি সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাহিনি ব্যাখ্যায় গোটানো পটের ব্যবহারই প্রশস্ত। পটচিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনিকে (বন্যা, সুনামি বা ঘূর্ণি ঝড়) স্বর্ণ চিত্রকর সহ অন্যান্য পটুয়ারা উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের নিজস্ব দক্ষতায়।

চৌকো পট

অন্যান্য লোকশিল্পের মত পটচিত্রও রূপকধর্মী, বিশেষত; সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৌরাণিক ও অলৌকিক রূপকের ব্যবহার পটুয়াদের মধ্যে সহজাত। উদাহরণ স্বরূপ যমপটের বহুল ব্যবহার এবং বিভিন্ন সামাজিক

অপরাধীদের নরক যন্ত্রণা ভোগের চিত্রকল্পটি বার বার লক্ষ্য করা যায়। পণপ্রথা, বধূ হত্যা এমনকি ধর্ষণের মত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধীদের পারলৌকিক শাস্তি বিধানের এই চিত্রকল্প সম্ভবত তাদের প্রতি পটুয়াদের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। স্বর্ণ চিত্রকরের সাক্ষাৎকারেও বার বার উঠে এসেছে ২০১২ সালে ঘটে যাওয়া কুখ্যাত নির্ভয়া কাণ্ড এবং তার সম্পর্কিত পটচিত্রও উপস্থাপনার কথা। সময়ের অভাবে এই উপস্থাপনাটি শুনতে না পাওয়া গেলেও প্যারিস থেকে প্রকাশিত Andre Cervere ও স্বর্ণ চিত্রকরের যৌথ চিত্র সংকলনে পাওয়া গিয়েছে ৯/১১ ঘটনার ফটোগ্রাফ যেখানে ওসামা বিন লাদেন উপস্থাপিত হয়েছেন একজন দানব রূপে।[১৯] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে দানব বা রাক্ষসের রূপকের ব্যবহারটি আরও স্পষ্ট। ঐ একই সংকলনে সুনামির বিপর্যয়েও চিত্রিত হয়েছে এক রাক্ষস যার ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জনই এই বিধ্বংসী বন্যার কারণ। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো দোষীকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে পটচিত্র অঙ্কন এবং উপস্থাপনার দ্বারা কোনো অদৃশ্য শুভশক্তির কথা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন এই সকল চিত্রকরেরা।

সুনামি চিত্রের ফটোগ্রাফ

সাম্প্রতিককালে স্বর্ণ চিত্রকর অঙ্কিত করোনার পট অঙ্কনে কেবলমাত্র প্রার্থনার বিষয়টিই নয়, উঠে এসেছে স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগী ও দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়গুলিও। সেখানে তিনি কেবলমাত্র করোনারূপী রাক্ষসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তা নয়, মনুষ্যত্বের কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছেন যাতে দরিদ্র মানুষের অনাহারে মৃত্যু না হয়।

"…..আমি পটুয়া সবার কাছে অনুরোধ জানাই
গরীব দুখীদের কাছে খাবার যেন পৌঁছে যায়
এই লকডাউন যেন মানুষের অনাহারে মৃত্যু না ডাকে রে

তোমায় জানাব কেমনে

শোনো শোনো ওগো দয়াল তোমায় জানাব কেমনে।

করোনা ভাইরাসের কথা শুনে বুক ফেটে যায় রে।" (সূত্র– banglanatok.com)

করোনার পট, স্বর্ণ চিত্রকর অঙ্কিত

অর্থাৎ করোনা, সুনামি বা আম্ফানের ক্ষেত্রে রাক্ষসের মত অলৌকিক তথা আধিভৌতিক চিত্রকল্প ব্যবহার করার প্রবণতা চিত্রকরদের সহজাত। সাধারণ গ্রামীণ মানুষের বিশেষত তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বা যুক্তিবাদী নয় এমন মানুষের প্রতিভূ হিসেবে অলৌকিকতার ওপরে বিশ্বাসকে পরিস্ফুট করে তোলেন এই সকল চিত্রকররা। শুধু এঁরা নিজেরা নন, এঁদের প্রায় সম্পূর্ণ পরিবারই, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমগ্র গ্রামই পটচিত্রের সাথে যুক্ত, পটচিত্রের গানগুলিও রচিত হয়েছে পাঁচালীর ঢঙে, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। ভণিতা হিসেবে বারম্বার উঠে আসে স্বর্ণ চিত্রকর, মামনি চিত্রকর অথবা অন্যান্য চিত্রকরদের নাম। প্রকৃতপক্ষে এঁরা নিজেদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বা গ্রাম্য ভাবনাকে কিছুটা সচেতনতার সাথেই আঁকড়ে রেখেছেন যদিও এঁদের খ্যাতির ব্যাপ্তি আন্তর্জাতিক স্তরে।

বস্তুত পটচিত্র এবং পটুয়াদের ভূমিকা অনেকটাই চারণকবিদের মতো[১৮] যারা তাঁদের চিত্র, সঙ্গীত, রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পটচিত্রকে একটি সর্বাঙ্গীণ লোকশিল্পের স্তরে উন্নীত করেছেন। কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শিল্পকর্মই নয়, পটচিত্রের ব্যাপ্তি সামাজিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও। পটচিত্র এমন এক আদর্শের কথা শোনায় যা কেবলমাত্র কৃষক বা শ্রমিকের নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের।[১৯] যেভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা বিশেষত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শ্রেণি, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে প্রভাবিত করে, সেভাবেই পটচিত্রের আবেদনও সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রেই উপযোগী, কেবলমাত্র গ্রামীণ সীমারেখার মধ্যে নয়, সবপ্রকার সীমারেখাকে অতিক্রম করেই পটচিত্র এবং তার উপস্থাপনার আবেদন পৌঁছে যায় সমগ্র জনমানসে।

সাক্ষাৎকার – সাক্ষাৎকার প্রদানকারী - স্বর্ণ চিত্রকর, শম্ভু চিত্রকর ও মামনি চিত্রকর, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী– ড. করবী মিত্র, উশ্রী মুখোপাধ্যায় এবং সুষেণ গঙ্গোপাধ্যায়। স্থান–পিংলা, নয়াগ্রাম, তারিখ– ১৫/০৩/২০২০।

সূত্র নির্দেশ

১। Alan Dundes, 'Who are the Folk Interpreting Folklore', Indian University Press, 1980, page-6

২। তদেব।

৩। মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী ,'পট ও পটুয়া', কলাভবন।৮৮ – পৃষ্ঠাঃ ,১৯৬৯ ,বিশ্বভারতী ,

৪। ঘোষ, দেবপ্রসাদ ,'বাঙ্গালার পট', অন্য মনে ,চতুর্থ বর্ষ ,আশিস কুমার সান্যাল সম্পাদিত ,সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ,প্রথম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৮, পৃষ্ঠাঃ –১২।

৫। ভট্টাচার্য, অশোক ,'পটচিত্রধারা', বাংলার চিত্রকলা।৮৮ – পৃষ্ঠাঃ ,১৯৯৪ ,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ,

৬। পরিচায়িকা, 'পট ও পটুয়া ,dspace.Wbpublibnetgo.in

৭। চক্রবর্তী, বিমলেন্দু ,'পট' সমকালীন পত্রিকাতৃতী ,একবিংশ বর্ষ ,য় সংখ্যা, ১৩৮০, পৃষ্ঠাঃ – ১১৫।

৮। চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুমনা দত্ত ,'বাংলার পটচিত্রের প্রাচীন কথা', ভারত বিচিত্র পত্রিকা,৭ – সংখ্যা ,৪২ - বর্ষ , ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ – ৫।

৯। তদেব।

১০। ভট্টাচার্য, ভোলানাথ ,'পট ও পটুয়া এবং আমরা', জুলাই ।৩৬ – পৃষ্ঠাঃ ,১৯৭৩ ,

১১। তদেব।

১২। দত্ত চট্টোপাধ্যায়, সুমনা ,ভারত বিচিত্রা ,'বাংলার পটচিত্রের প্রাচীন কথা', পৃষ্ঠা।৪-

১৩। তদেব।

১৪। মণ্ডল, জয়ন্তী ,'পটুয়া নারী : পটচিত্র ও গান', লোক গান্ধার পত্রিকা, সেপ্টেম্বর।২০০৯ ,

১৫। তদেব।

১৬। Pal Chaudhury, Ruby, 'Unscrolling the Magic: the magical World of Bengali's Chitrkars, 'Bengal's Pat of Gold', Kolkata, Centre for Creativity and The Craft Council of West Bengal, 2018, p.11

১৭। Servera, Andre and Chitrakar, Swarna, Pata chitra Album, collections by Julian Grecet, pp.15-16, 18-19.

১৮। Sengupta Amitava, 'The Bards of Bengal', 'Bengal's Pat of Gold', Ibid, p.20.

১৯। Basu, Rituparna, 'Patachitra: The Folk art of Bengal, 'Bengal's Pat of Gold', Ibid p.65.